দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
041

পরীক্ষায় ফেলের হার

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেলের সংখ্যাধিক্য সবার কাছেই একটা বড় উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অকৃতকার্যতার ফলে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি বিপুল টাকা-পয়সা নষ্ট হচ্ছে তাদের অভিভাবকদেরও। এ কারণেই ব্যাপারটি নানা প্রশ্ন সৃষ্টি করছে। প্রশ্ন আজ ফেলের কারণ, শিক্ষাব্যবস্থা, পরীক্ষাপদ্ধতি ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই পরীক্ষা পাস করতে পারলে উচ্চ শিক্ষার প্রবেশপত্র পাওয়া যায়, চাকরির জন্য সার্টিফিকেট মেলে এবং জোটে সামাজিক মর্যাদা। এ কারণেই ছাত্রছাত্রীরা যেমন এই দুই পরীক্ষা পাসের জন্য সচেষ্ট হয়, তেমনি অভিভাবকরাও চান তাদের ছেলেমেয়েরা একবারেই পাস করুক পরীক্ষা। কিন্তু বাস্তবে বহুক্ষেত্রেই তা ঘটছে না। গত সোমবারের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতি বছরই কম-বেশি অর্ধেক পরীক্ষার্থী এই দুই পাবলিক পরীক্ষায় ফেল করছে।

নিয়ম হল টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থী বাছাই করা। যারা টেস্ট পরীক্ষায় পাস করবে, তাদের সবাই না হোক, বেশিরভাগই বোর্ডের পরীক্ষায় পাস করবে—এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটছে ভিন্ন ব্যাপার। এর আসল কারণ যে এক শ্রেণীর স্কুল-কলেজের বাছাই ব্যবস্থার ঘাপলাবাজি তা এখন বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেধার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থী নির্বাচিত করে না বলে অভিযোগ রয়েছে। কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব রক্ষার গরজে এবং কোন কোনটা স্রেফ পয়সা রোজগারের লোভে পাইকারীভাবে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করে। এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয়, তার একাধিক প্রমাণও রয়েছে। টেস্ট পরীক্ষার সময় এসব স্কুল-কলেজে ছাত্রদের ভিড় বাড়ে। শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অনেক ছাত্রছাত্রী ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে এসব স্কুল-কলেজে ভর্তি হয়। অনেকে পরীক্ষা কেন্দ্র বদল করেও গ্রামাঞ্চল ও মফঃস্বলের কেন্দ্রগুলিতে যায়। পরীক্ষায় ফেলের হার এগুলিতেই বেশি।

শিক্ষার মান রক্ষা এবং ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের বৃহত্তর স্বার্থে পরীক্ষায় ফেলের বিপুল হার কমানো কেবল অত্যাবশ্যকই নয়, একান্ত জরুরীও। এ জন্য কোন কোন স্কুল-কলেজে পরীক্ষার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে যে অসাধুতা চলছে, তা বন্ধ করতে হবে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা যথাযথ চললে এবং কোর্স যথানিয়মে সমাপ্ত হলে এবং শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থী নির্বাচন করা গেলে ফেলের সংখ্যা কমবে একথা জোর দিয়ে বলা যায়। প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতিও অনেকের ফেলের একটা কারণ বলে শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উন্নত দেশগুলির মত রচনামূলক প্রশ্নের বদলে অবজেকটিভ প্রশ্ন করার উপর তারা জোর দিচ্ছেন। পরীক্ষায় ফেলের বিপুল হার কমাবার জন্য এসব ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি।